প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতির পার্থক্য কোথায়? ①

উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণে দুই দীপ্তিমান পথের আবির্ভাব হয়— বিদ্রুপাত্মক সামাজিক নকশা জাতীয় আখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মহান স্রষ্টা হিসাবে অবিস্মরণীয়, অপরদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ সমকালীন প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রূপে বন্দিত।

বাংলা গদ্যে নতুন রীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব অতুলন। 'আলালের ঘরের দুলাল' চলতি রীতির ভিত তৈরি হলেও প্যারীচাঁদ মিত্রের অবলম্বন ছিল সরলীকৃত সাধুভাষা। কালীপ্রসন্ন সাধুভাষা ব্যবহার না করে সর্বজন গ্রাহ্য সংযত চলিত গদ্যে প্রথম প্রকাশ ঘটালেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়'। চলিত গদ্যই যে আগামী সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম হবে বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরীর কণ্ঠে এ বাণী ঘোষিত হবার অনেক আগেই সে বোধের প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল কালীপ্রসন্নের মনে।

আলালী ভাষার বৈশিষ্ট্য হল ভাষায় তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকরস। কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা ও আরবী ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে দেশী, বিদেশী ও তৎসম শব্দের অবলীলাক্রমে ব্যবহার। আর হুতোমী লেখক আলালী ভাষা থেকে আরো মার্জিত ও বিশুদ্ধ করে মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে সুষ্ঠু প্রয়োগ করলেন এবং আরো সমকালীন করে তুললেন।

Scanned with CamScanner

১. ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে সংরক্ষণশীলতার পরিচয় উদাহরণ সহ লেখ। ৫

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি ও কাব্যকবিতায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধিক্ষণের কবি। তাই তৎকালীন যুগাদর্শের আলো-অন্ধকার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার অভিজ্ঞতার অভাবে কলকাতায় এসে অল্পকালের মধ্যে যে ধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন পুরাতন যুগের অবশেষমাত্র। তিনি ১৮৩৮ সালের পূর্বে রক্ষণশীল দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলেন তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন বিলাতী ধরনের নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন না, ইয়ং বেঙ্গলদের উগ্রতাকে অত্যন্ত নিন্দা করতেন। নিম্নে কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করে তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতার দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করবো—

খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা কবি ভালো চোখে দেখেন নি। মিশনারীদের প্রতি কবির ব্যঙ্গোক্তি অপপ্রচারেই প্রকাশিত —

"আপনার মত যাহা খ্যাতি সমীপে তাহা
ব্যক্ত, কর ঈশোগুন গেয়ে
বারবার এ প্রকার ভ্রমে কেন ভ্রম আর
হিন্দুদের পরকাল খেয়ে।

নারীদের লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতি অনীহা কবিকে ব্যঙ্গ রচনায় উত্তেজিত করেছে

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।

ইয়ং বেঙ্গলদের অনুকরণকে কবি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায়

সোনার বাঙালি করে কাঙাল, ইয়ং বেঙ্গল যত হনা।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে ব্যঙ্গ কবিতাও লিখেছেন —

সাগর যদি সাগর বিদ্যাসাগর, তরঙ্গ তার রাই নানা
তাতে বিধবাদের কূলতরী, অকূলেতে কূল পেল না।

মিশনারি শিক্ষায় উদ্ধত বাঙালী মেয়ের প্রতি বিদ্রূপ —

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।

কবি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নবীন আদর্শকে গ্রহণ করে নিলেও পুরাতন ভাবাদর্শকে ফেলে দিতে পারেন নি। তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এতো প্রবল থাকায় পুরোনো সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

Scanned with CamScanner

2. বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে আলোচনা কর। 5

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালানুক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে যে সমস্ত উপন্যাস লেখা হয় তা মূলত ছিল আখ্যানধর্মী উপন্যাস। সেগুলিকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না। কোন আখ্যানকে উপন্যাস পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে যে উপাদান গুলি বেশি পরিমাণে থাকা দরকার তা হলো বাস্তবতা, সূক্ষ্ম দর্শন, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আর সর্বোপরি লেখকের জীবনদর্শন।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রকাশ উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত পাঠক মহলের সাবলীল উন্মাদিকতা নিরসন করে সম্ভাবনাময় বাংলা উপন্যাসের একটি আস্থাশীল পরিবেশ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে তুললো। বঙ্কিমচন্দ্র মোট চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন তাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয় উপন্যাসের দিক নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন। পাশ্চাত্য রীতিকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের সর্বাধুনিক সামগ্রী হলো উপন্যাস। পরিশোভিত বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও স্পষ্ট অনুভব করা যায় বঙ্কিমের উপন্যাসে। বঙ্কিম উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগুলি সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলো —

বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। তাঁর সব কটি উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ প্রাণ বয়ে চলেছে। জীবনের গভীরতম ও বিকাশগুলো ফুটে উঠেছে এবং জীবনের মর্মমূলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner